দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ..... 13 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ .....

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন

দুলাল হোসেন ●

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষাদানের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। হাতেকলমে শিক্ষাদানের জন্য পাওয়া যায় না রোগী। নেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও। ফলে এসব মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তারা মানহীন মেডিক্যাল কলেজগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান।

দেশে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৬৮টি। এর বেশিরভাগই রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অনেক মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার মতো অবকাঠামো, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নেই। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষক ও চিকিৎসক দিয়ে চলছে পাঠদান। কোনো-কোনো মেডিক্যাল কলেজ চলছে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে। সরকারি কলেজের শিক্ষকরা গোপনে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, মেডিক্যাল শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কম্প্রমাইজ করা যাবে না। কারণ চিকিৎসকের হাতে একজন মানুষের জীবন-মৃত্যু অনেকটা নির্ভর করে। একজন ভালো চিকিৎসক হতে হলে অনেক পড়ালেখা থাকতে হয়। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। মেডিক্যাল কলেজগুলোয় পর্যাপ্ত জ্ঞানের জন্য দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক। কিন্তু পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ অনেক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, ব্যবস্থাপনা খুবই দুর্বল। সেখানে রোগীর সংখ্যা কম। একজন শিক্ষার্থী তৃতীয়বর্ষ থেকে ক্লিনিক্যাল অ্যাটাচমেন্টে যুক্ত হয়। সে সময় রোগীর সঙ্গে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু একজন শিক্ষার্থী যদি রোগী না পায় তাহলে ওই শিক্ষার্থী শিখবে কী করে। এ বিষয়গুলো সরকারের নজরে এসেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছেন। তিনি যেসব মেডিক্যাল কলেজ মানসম্মত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম শুরু করেছেন। আমরা মনে করি যেসব মেডিক্যাল কলেজের মান নেই, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

■ মেডিক্যাল শিক্ষার মানে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

■ মেডিক্যাল শিক্ষায় কম্প্রমাইজ করা যাবে না : ভিসি বিএসএমএমইউ

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১১ (সংশোধিত) অনুযায়ী, কোনো মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম চালুর অন্তত ২ বছর আগে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল চালু করতে হবে। ৫০ আসনের মেডিক্যাল কলেজের স্থাপনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৫০ বেডের হাসপাতাল ভবন ও কলেজ একাডেমিক ভবন আলাদা-আলাদা থাকতে হবে। ভাড়া বাড়িতে কোনো মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কার্যক্রম চালানো যাবে না। মহানগরীয় এলাকায়

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ৫০ আসনবিশিষ্ট বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে কলেজের নামে ২ একর জমি অথবা নিজস্ব জমিতে কলেজের একাডেমিক ভবনের জন্য ১ লাখ বর্গফুট এবং হাসপাতাল ভবনের জন্য ১ লাখ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস থাকতে হবে। মহানগরীর বাইরে এলাকায় ৪ একর জমিতে অথবা নিজস্ব জমিতে ১ লাখ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস থাকতে হবে। প্রতি একটি বিষয় পড়ানোর জন্য ১০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১ জন শিক্ষক থাকতে হবে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় একাডেমিক ও হাসপাতাল মিলিয়ে মোট ১ লাখ ২৫ হাজার বর্গফুট ফ্লোরস্পেস ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকলে মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর অনুমতি পাওয়া যাবে। পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ২ লাখ বর্গফুট ফ্লোরস্পেসসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণকাজ সমাপ্ত করতে হবে। আর বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল শুধু নির্ধারিত প্লট বা জমিতে স্থাপন করতে হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, অনেক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে ও পরিচালনায় নীতিমালা আমলে নেওয়া হয়নি। বিষয়টি সরকারের নজরে আসায় বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ওই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিদর্শন কমিটি কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে। মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১২ জুন সচিবালয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ নীতিমালা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক বসে। মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ভঙ্গের দায়ে রংপুরের নর্দান মেডিক্যাল কলেজ, গাজীপুরের সিটি মেডিক্যাল কলেজ, আশুলিয়ার নাইটিংগেল মেডিক্যাল কলেজ সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। এ ছাড়া নীতিমালা লঙ্ঘন করায় চট্টগ্রামের সাউদার্ন মেডিক্যাল কলেজের আসন ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত এবং একই জেলার বিজিসি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যা ১২৫ থেকে কমিয়ে ৭৫ জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মেডিক্যাল কলেজের মান বজায় না থাকলে দেশে সুচিকিৎসক পাওয়া যাবে না। শুধু সার্টিফিকেট বিতরণের জন্য মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে দেওয়া যায় না। কলেজের কার্যক্রমের মান সুরক্ষায় সরকার কঠোরভাবে তদারক করবে। তিন মাসের মধ্যে দেশের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে পরিদর্শন কমিটিকে নির্দেশও দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

গত ১৯ জুন দুপুরে রাজধানীর বিএমএ ভবনে বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, দেশে অনেক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। আমি স্বীকার করছি এর মধ্যে কতগুলো রাজনৈতিক কারণেও দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এসব মেডিক্যাল কলেজের মান বাড়াতে কাজ করছি। মেডিক্যাল কলেজ নীতিমালা ভঙ্গের কারণে কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়েছি। কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই শুরু করে দেয় হইচই। আদালতে গিয়ে স্থগিতাদেশ নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। সম্মিলিত উদ্যোগেই এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে সফলতা পাওয়া সম্ভব। এর আগে ২১ জুন দুপুরে সচিবালয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সভাকক্ষে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া নিয়ে দেশের সুশীলসমাজের প্রতিনিধি, সংবাদপত্রের সম্পাদক, সিনিয়র সাংবাদিক, চিকিৎসক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বৈঠকে বক্তারা বলেন, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক সংকট, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের নিজস্ব হাসপাতাল ও রোগী না থাকার বিষয়টি তুলে ধরেন। সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. আব্দুর রশীদ বলেন, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোয় শিক্ষকের স্বল্পতা, হাসপাতাল ভবন ও হাসপাতালের রোগী সংক্রান্ত অনেক সমস্যা রয়েছে। শিক্ষক ও হাসপাতালের দুর্বলতা বেশিরভাগ মেডিক্যাল কলেজেরই রয়েছে। এসব সমস্যা চিহ্নিত করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারের কোনো কোনো মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিচ্ছেন। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোয় মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ফিরিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর।